যুগান্তর

তারিখ 26 MAR 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

মাদ্রাসায় জঙ্গি ঘাঁটি

ভোলার বোরহানউদ্দিনের প্রত্যন্ত এলাকার একটি মাদ্রাসা হইতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, গ্রেনেড তৈরির স্প্লিন্টার ও অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধারের ঘটনায় বোঝা যায়, দেশে নাশকতার যেই আশংকা করা হইতেছে উহা অমূলক নহে। এইরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, মাদ্রাসার আড়ালে উহা একটি জঙ্গি ঘাঁটি হিসাবে পরিচালিত হইতেছে। নাশকতার পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই কোন জঙ্গি গোষ্ঠী সেইখানে অস্ত্রশস্ত্র মওজুদ করিয়াছিল বলিয়া ধারণা করা যায়। শুধু অস্ত্রশস্ত্র নহে, জঙ্গি পোশাকও সেইখানে পাওয়া গিয়াছে। ঐ মাদ্রাসা হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে জঙ্গি তৎপরতায় উদ্বুদ্ধকারী বেশ কিছু ধর্মীয় বইও। পত্রিকান্তরে জানা যায়, মাদ্রাসাটির চারিদিকে পরিখার ন্যায় খাল খনন করা হইয়াছে। সম্মুখে বিশেষভাবে তৈরি করা হইয়াছে লোহার সেতু। চেইন টানিয়া পাটাতন উঠাইয়া উহা মাদ্রাসা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। একটি মাদ্রাসাকে এইভাবে দুর্ভেদ্য করিয়া রাখায় ইহা স্পষ্ট যে, সেইখানে দীর্ঘদিন ধরিয়াই অস্ত্রশস্ত্র মওজুদ করা হইতেছিল। হয়তো জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। র‍্যাবের অভিযানকালে মাদ্রাসার শিক্ষকসহ যেই চারজন গ্রেফতার হইয়াছে, তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই বিষয়ে তথ্য মিলিতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষার আড়ালে জঙ্গি তৎপরতার ঘটনা নূতন নহে। ইতিপূর্বে পার্বত্য এলাকায় কয়েকটি মাদ্রাসা জঙ্গি প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার হইবার প্রমাণও মিলিয়াছে। মাদ্রাসায় সাধারণত নিম্নবিত্তের সন্তানরা ভর্তি হইয়া থাকে। তাহাদের মোটিভেট করা সহজ বিধায় জঙ্গিরা মাদ্রাসাগুলিকে অপতৎপরতার ঘাঁটি হিসাবে বাছিয়া লয়। তাই এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারের গায়েন্দা সংস্থাগুলির সার্বক্ষণিক নজর রাখা প্রয়োজন। বোরহানউদ্দিনের মাদ্রাসাটির অপতৎপরতায় কোন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কিনা, উহাও খতাইয়া দেখিতে হইবে। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন লন্ডন প্রবাসী জনৈক ফয়সাল। উহা গ্রিন ক্রিসেন্ট নামে লন্ডনভিত্তিক একটি এনজিও'র অর্থায়নে পরিচালিত। এই ফয়সাল বিগত জোট সরকারের মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিনের ভাতিজা এবং সাবেক সংসদ সদস্য নকিব চৌধুরীর জামাতা। দৌলতখান উপজেলার কয়েকজন বিএনপি কর্মীও নাকি মাদ্রাসাটি পরিচালনার সহিত জড়িত। অতীতে জঙ্গিদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষেত্রে সেইরূপ কোন সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কিনা, তদন্ত করা হউক। দেশে যেই সময় জঙ্গি নাশকতার আশংকা করা হইতেছে, সেই সময়ই একটি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৎপরতার আলামত আবিষ্কার হওয়া শুভ লক্ষণ নহে। বোরহানউদ্দিনের মাদ্রাসাটির ন্যায় অন্যত্র এইরূপ তৎপরতা চলিতেছে কিনা, তাহা উদ্ঘাটনে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে।